তারাবির সালাত

সূচিপত্র:

১। ভুমিকাঃ

২। মুহাম্মদ (সাঃ) এর সালাতুল তারাবি:

৩। ফরজ হওয়ার আশংকায় তৃতীয় রাতে মাহুম্মাদ (সাঃ) তারাবির সালাত পড়ারন নি:

৪। মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদায়কৃত তারাবির রাকাত সংখ্যা:

৫। তারাবির সালাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান:

৬। মুহাম্মদ (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) এর শাসনামলে তারাবির জামাত বদ্ধ তারাবির সালাত ছিল না:

৭। জামাতে তারাবির সালাত আদায়:

৮। তারাবির সালাত একা পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান:

৯। যেসকল বিখ্যাত ব্যক্তিগন জামাতে তারাবির সালাত পড়েন নিঃ

১০। বিদআত ও বিদআতের পরিণতি:

১১। সুন্নীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদাতের সংজ্ঞা:

১২। তথ্যসূত্রঃ

[লিখক: আব্দুল লতিফ সিদ্দিকি]

ভুমিকাঃ

আসসালামু আলাইকুম, পবিত্র মাহে রমজান মাস আসলেই আমরা প্রস্তুতি নেই সিয়ামের ও তারাবি সালাতের। তবে হ্যা তারাবি সালাত নিয়ে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাই। যেমন: তারাবি সালাত ২০ রাকাআত নাকি ৮ সেটা নিয়ে বিতর্কের শেষ নাই । যাইহোক তারাবি আট নাকি বিশ সেটা নিয়ে আলোচনা করার আগে এটা ক্লিয়ার করব তারাবি সালাত রসুল (সাঃ) কি স্াহাবীদের নিয়ে জামাআতের সহিত আদায় করেছেন কিংবা তিনি কত রাকাত তারাবি সালাত আদায় করেছেন? রসুল (সাঃ) এর জামানায় ও আবু বকরের জামানায় তারাবি কি জামাআতের সাথে পড়া হতো? এ ধরণের নানা প্রশ্নত্তোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিষ্কার করবো ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ (সাঃ) এর সালাতুল তারাবি:

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কর্মকে অনুসরণের নামই সুন্নত পালন। আর বিপরীত দিকে যা কুরআনে নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর আমল থেকেও প্রমাণিত নয় এমন কোনো কাজকে দ্বীনের বিধান হিসেবে সাওয়াব পাওয়ার আশায় ইবাদত হিসেবে পালন করাই বিদাত। সেটা যাই হোক! ইসলামের নাম দিয়ে করলেই বিদাত।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘরে একা একা নিজ নিজ ঘরে কিয়ামুল লাইল তথা তারাবি পড়েছেন। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একা একা আদায় করেছেন সেহেতু তারাবি জামাত বদ্ধ হয়ে পড়া বিধাত রাসুলে কারিম (সাঃ) এর সুন্নাহ হলো একা একা নিজ নিজ ঘরে কিয়ামুল লাইল তথা তারাবি পড়া। মুহাম্মদ (সাঃ) এর তারাবির সালাত সম্পর্কে আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন,

■ সহীহ বুখারী হাদিসঃ ২০১২

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ". فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) গভীর রাতে বের হয়ে মসজিদে সালাত আদায় করেন, কিছু সংখ্যক পুরুষ তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন। সকালে লোকেরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, ফলে লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। তিনি সালাত আদায় করেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। সকালে তাঁরা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এরপর আল্লাহর রসূল (সাঃ) বের হয়ে সালাত আদায় করেন ও লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংকুলান হল না, কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফজরের সালাতে বেরিয়ে আসলেন এবং

সালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দেয়ার পর বললেনঃ শোন! তোমাদের (গতরাতের) অবস্থান আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আমি এই সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবার আশংকা করছি (বিধায় বের হই নাই) কেননা তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে। আল্লাহর রসূল (সাঃ) -এর ওফাত হলো আর ব্যাপারটি এভাবেই থেকে যায়।[১]

■ সহীহ ইবনে হিব্বান, খন্ড-৬ পৃঃ ২৩৫ হাদিসঃ২৪৯১

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهَيْبٌ بن خالد ، حدثنا موسى بن عقبة، عن سالم أبي النَّضْرِ، عن بسر بن سعيد

عن زيد بن ثابت أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حُصُرٍ في رَمَضَانَ، فَصَلَّى فيها لَيَالِيَ ، فصلى بصلاته أُناس من أصحابه، فلمَّا عَلِمَ بهم ، جعلَ يَقْعُد ، قال : فَخَرَجَ إليهم ، فقال : قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رأيتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بيوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ في بيته إلا المكتوبة (١). [٢:١]

জায়েদ ইবনু সাবিত (রাযি.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাদান মাসে খসখসে চাটাই দিয়ে একটি কক্ষ তৈরি করলেন এবং সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করলেন। তখন কিছু সাহাবি তাঁর সালাতে শরিক হলেন। যখন তিনি তাঁদের বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে যেতে লাগলেন (অর্থাৎ কক্ষ থেকে বের হয়ে সালাত আদায় করতেন না)।

অতঃপর তিনি বের হয়ে তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের কাজ (আমার সঙ্গে সালাত আদায়ের আগ্রহ) বুঝতে পেরেছি। তবে হে মানুষ! তোমরা নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় করো, কেননা ফরজ সালাত ছাড়া মানুষের জন্য তার ঘরের সালাতই সর্বোত্তম।" (সূত্র: মুসনাদে আহমাদ ২:১) [২]

■মুসনাদ আবি আওয়ানা খন্ডঃ২ পৃঃ৩২ হাদীসঃ২২১৯

লিখক: ইমাম আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন ইসহাক

. أن رسول الله الله اتخذ حجرة من حصير في المسجد في رمضان ، فصلى فيه ليالي ؛ فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فلم يخرج إليهم . فقال : . قد عرفت الذي رأيتُ من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (٢)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমজান মাসে মসজিদে খর্জুর পাতা দিয়ে একটি কুঠরি তৈরি করেছিলেন এবং সেখানে কয়েক রাত নামাজ আদায় করেছিলেন। তখন তাঁর কিছু সাহাবি তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়তে লাগলেন। কিন্তু যখন তিনি তাদের বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি সেখানে বসে থাকতেন এবং আর বের হতেন না।

এরপর তিনি বললেন: "আমি জানি তোমাদের কাজ কী। হে মানুষ, তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামাজ আদায় করো, কেননা ফরয নামাজ ছাড়া ব্যক্তির জন্য তার ঘরে নামাজ আদায় করাই সর্বোত্তম।"[৩]

ফরজ হওয়ার আশংকায় তৃতীয় রাতে মাহুম্মাদ (সাঃ) তারাবির সালাত পড়ারন নি:

আমরা হাদিসের আলোকে জানতে পেরেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয় মিরাজের ভ্রমণের সময়। তারপর কোনো ফরয সালাত বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কিন্তু আমরা যখন তারাবির সালাত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি তখন হাদিসে দেখতে পাই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) প্রথম ২ রাত মাসজিদে তারাবির সালাত আদায় করলেও এই ভয়ে পরবর্তীতে আদায় করেন নাই যে, সেটা উম্মতে মুহাম্মদির উপর ফরয না হয়ে যায়। কিন্তু শরীয়ত কি এমন যে, হুট করে একটা জিনিসকে ফরয করে দেওয়া হবে অথচ এর আগেই ফরয সালাতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আসুন এই বিষয়ে হাদিসগুলো দেখে নেই।

■ সহীহ বুখারী হাদিসঃ ৭৩১

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً ـ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ ـ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ " قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ ". قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى، سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، عَنْ بُسْرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

যায়েদ ইব্‌নু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল (সাঃ) রমযান মাসে একটি ছোট কামরা বানালেন। তিনি (বুস্‌র ইব্‌নু সায়ীদ) (রহঃ) বলেন, মনে হয়, যায়দ ইব্‌নু সাবিত (রাঃ) কামরাটি চাটাই দিয়ে তৈরি ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন। আর তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন। পরে তিনি তাঁদের নিকট এসে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই সালাত আদায় কর। কেননা, ফরয সালাত ছাড়া লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে তা-ই উত্তম। 'আফফান (রহঃ) যায়দ ইব্‌নু সাবিত (রাঃ) সূত্রে নবী (সাঃ) হতে একই রকম বলেছেন।[8]

■ সহিহ বুখারী (তাওহিদ পাবলিকেশন), হাদিসঃ৭২৯০

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَيَالِيَ، حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ " مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ ".

যায়দ ইব্‌নু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) চাটাই দিয়ে মসজিদে একটি হুজরা বানিয়ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার ভিতর কয়েক রাত সালাত পড়লেন। এতে লোকেরা তার সঙ্গে একত্রিত হত। তারপর এক রাতে তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেল না এবং তারা ভাবল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ গলা খাকার দিতে লাগল, যাতে তিনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি [নবী (সাঃ)] বললেনঃ তোমাদের এ ক' দিনের কর্মকান্ড আমি দেখেছি, এতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমাদের উপর তা ফরয করে দেওয়া থেকে পারে। কিন্তু **যদি তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয় তাহলে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত করবে না। কাজেই ওহে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ ঘরে সালাত পড়। কারন, মানুষের সবচেয়ে উত্তম সালাত হল যা সে তার ঘরে আদায় করে ফরয সালাত ছাড়া।** (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৮০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৯২) [৫]

■ সহীহ বুখারী (তাওহিদ পাবলিকেশন), হাদিস:৬১১৩

وَقَالَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ ".

যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ একবার নবী (সাঃ) খেজুরের পাতা দিয়ে, অথবা চাটাই দিয়ে একটি ছোট হুজরা তৈরী করলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ হুজরায় (রাতে নফল) সলাত আদায় করতে লাগলেন। তখন একদল লোক তাঁর খোঁজে এসে তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করতে লাগল। পরবর্তী রাতেও লোকজন সেখানে এসে হাযির হল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেরী করলেন এবং তাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন না। তারা উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিতে লাগল এবং ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করল। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেনঃ তোমরা যা করছ তাতে আমি ভয় করছি যে, এটি না তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়। সুতরাং তোমাদের উচিত যে, তোমরা ঘরেই সলাত আদায় করবে। কারণ ফরয ছাড়া অন্য সলাত নিজ নিজ ঘরে পড়াই উত্তম।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৬৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৫৭০) [৬]

■ সহীহ মুসলিম হাদীসঃ ১৭১০

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ حَصِيرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا - قَالَ - فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ - قَالَ - ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ - قَالَ - فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ ".

যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, খেজুর পাতা অথবা চাটাই দিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি ছোট কামরা তৈরী করে তাতে সলাত আদায় করতে গেলেন। এ দেখে কিছু সংখ্যক লোক এসে তাঁর সাথে সলাত আদায় করলেন। যায়দ ইবনু সাবিত বলেনঃ অন্য এক রাতেও লোকজন এসে জমা হ'ল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) (সে রাতে) দেরী করলেন এবং এমনকি তিনি সে রাতে আসলেন না। তাই লোকজন উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে ডাকাডাকি করল এবং বাড়ীর দরজায় কঙ্কর ছুঁড়তে শুরু করল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে তাদের মাঝে এসে বললেনঃ তোমরা যখন ক্রমাগত এরূপ করছিলে তখন আমার ধারণা হ'ল যে, এ সলাত হয়ত তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হবে। অতএব তোমরা বাড়িতেই (নাফ্‌ল) আদায় করবে। কেননা ফরয সলাত ছাড়া অন্যসব সলাত বাড়ীতে আদায় করা মানুষের জন্য সর্বোত্তম।[৭] (ই.ফা. ১৬৯৫, ই.সে. ১৭০২)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■ সুনান আবু দাউদ, হাদিসঃ ১৪৪৭

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا قَالَ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاَتِهِ - يَعْنِي رِجَالاً - وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ - قَالَ - فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ ".

যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদে একটি হুজরাহ বানিয়ে নিলেন। রাতে সেখানে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করতো এবং তারা প্রতি রাতে সেখানে একত্র হতো। এক রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের নিকট (মাসজিদে) না আসায় তারা গলা খাকাড়ি ও উচ্চস্বরে কথাবার্তা বললো, এমনকি তাঁর দরজায় কংকর নিক্ষেপ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) অসন্তুষ্ট মনে তাদের নিকট এসে বললেনঃ হে লোকেরা! তোমাদের কি হলো যে, তোমরা (নাফ্‌ল সলাত জামা'আতে আদায়ের জন্য) ব্যতিব্যস্ত হচ্ছো? আমি আশংকা করছি, তোমরা এভাবে এলে রাতের নাফ্‌ল সলাত তোমাদের উপর ফরয করা হতে পারে? কাজেই নাফ্‌ল সলাত তোমাদের নিজ নিজ ঘরে আদায় করা উচিত। কেননা ফরয সলাত ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির নাফ্‌ল সলাত নিজ ঘরে আদায় করাই উত্তম। (হাদিসের মান: সহিহ হাদিস) [৮]

এই সম্পর্কে ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে,

■ ফাতুল বারি শারাহ সহীহ বুখারী (ইবনে হাজার আসকালানি), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১৩

، الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على وصف ليلتين، وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس كان رسول الله يصلى في رمضان فجئت فقمت الى جنبه ، فجاء رجل فقام حتى كنا رهما ، فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله ، الحديث ، والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى . قوله (الا أني خشيت أن تفرض عليكم) ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية ، لا لكون المسجد امتلا وضاق عن المصلين . قوله (أن تفرض عليكم) في رواية عقيل وابن جريج ، فتعجزوا عنها ، وفى رواية يونس، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها ، ، وكذا في رواية أبي سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة ، خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ، وقوله ، فتعجزوا عنها ، أي

"তৃতীয় রাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি, তাই কেবল দুই রাতের বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, মুসলিম শরীফে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে— রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানে নামাজ পড়তেন, আমি এলাম এবং তাঁর পাশে দাঁড়ালাম, এরপর আরেকজন এল এবং দাঁড়াল, এরপর আমরা একদল হয়ে গেলাম। যখন তিনি আমাদের উপস্থিতি অনুভব করলেন, তখন সংক্ষিপ্ত করে নামাজ শেষ করে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি সম্ভবত অন্য একটি ঘটনার বিবরণ।

বক্তব্যের অংশ: "কিন্তু আমি আশঙ্কা করলাম যে এটি তোমাদের ওপর ফরজ করে দেওয়া হবে"— এটি স্পষ্ট করে দেয় যে, নবী (সাঃ) সাহাবাদের কাছে বের হয়ে আসেননি এই আশঙ্কায় যে, তাদের ওপর এই নামাজ ফরজ হয়ে যাবে, না যে মসজিদ ছোট হয়ে গিয়েছিল বা মুসল্লিদের জন্য জায়গা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: "কিন্তু আমি ভয় পেলাম যে, যদি এটি ফরজ করে দেওয়া হয়, তবে তোমরা তা আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়বে।"

ইউনুসের বর্ণনায় রয়েছে: "কিন্তু আমি ভয় পেলাম যে, যদি রাতের নামাজ তোমাদের জন্য ফরজ করা হয়, তবে তোমরা তা আদায় করতে অসমর্থ হয়ে পড়বে।"

এবং আবু সালামার বর্ণিত হাদিসেও অনুরূপ কথা এসেছে: "আমি আশঙ্কা করলাম যে, রাতের নামাজ ফরজ হয়ে যাবে, আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হবে।"

এখানে "ফরজ হয়ে যাবে" বলতে বোঝানো হয়েছে যে, এটি নিয়মিত একটি বাধ্যতামূলক ইবাদত হয়ে যেতে পারে, যা পালন করা সবার জন্য সহজ নাও হতে পারে।"[৯]

এই হাদিসগুলোতে একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবিয়েছে যে, যখন ৩য় রাত্রে 'রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেরী করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের কাছে বেরিয়ে আসলেন না। তারা উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিতে লাগল এবং ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করল।' এতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাগান্বিত হলেন। মহামাহিম আল্লাহ পবিত্র কুরআন কারিমে ইরশাদ করেন

[৩৩:৫৭] সুরাঃ আল আহযাব

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।[১০]

আরেকটা বিষয়, সালাতুল তারাবির ক্ষেত্রে একটা কথা খুব জোড়ে সুরে বলতে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তারাবির সালাত জামাতে আদায় করেন নি এই কারণে যে এই তারাবির সালাত না তার উম্মাতের জন্য ফরয হয়ে যায়। হাদিস শরীফে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামাতে তারাবির সালাত আদায় না করার কারণ হিসেবে এটাই দেখানো হয়েছে।

■ সহীহ বুখারী (তাওহিস পাবলিকেশন) হাদিসঃ ৩৪৯

আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেন। অতঃপর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি। অবশেষে যখন মূসা ('আ.)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মাতের উপর কী ফরজ করেছেন? আমি বললামঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তিনি বললেনঃ আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা ('আ)-এর নিকট পুনরায় গেলাম আর বললামঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আপনি পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মাত এটিও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেয়া হলো। আবারও মূসা ('আ)-এর নিকট গেলাম, এবারও তিনি বললেনঃ আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট যান। কারণ আপনার উম্মত এটিও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি পুনরায় গেলাম, তখন আল্লাহ বললেনঃ এই পাঁচই (নেকির দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (বলে গণ্য হবে)। [১১]

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর মেরাজের রাতে সালাত ফরয করা হয়। সালাত সম্পর্কিত বিধান এখানেই সমাপ্ত। কিন্তু সালাতুল তারাবির ক্ষেত্রে এমনটা বলার কারণ কি? পবিত্র কুরআনে আছে,

■ সুরাঃ আল ফাতির আয়াতঃ ৪৩

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا ۚ

কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন ব্যতিক্রমও দেখতে পাবে না।[১২]

মহামহিম আল্লাহ তার বিধান পরিবর্তন করেন না তাই প্রশ্ন আসেনা যে উক্ত নফল নামাজ জামাতে আদায় করলে মহামহিম আল্লাহ তা ফরজ করে দিবেন তিনি যদি রমজানের নফল নামাজ ফরজ করে দেয় তাহলে তার নাজিল

করা পবিত্র কুরআন কারিম মিথ্যা হয়ে যাবে কারণ তিনি তার নাজিল করা পবিত্র কুরআনে বলেছেন তিনি তার বিধান পরিবর্তন করেন না এবং লাইলাতুল মেরাজে তিনি তার প্রিয় হাবিব সাঃ কে ওয়াদা দিয়েছেন যে তার হাবিব সাঃ এর উম্মতের জন্য ৫ ওয়াক্তের বেশী নামাজ ফরজ করবেন না

❑ মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদায়কৃত তারাবির রাকাত সংখ্যা:

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) বলেন রাসুল (সাঃ) রমজান এবং রমজান ব্যতিত অন্য যে কোন সময় **১১** রাকাত হতে বেশি পড়তেন না।

■ সহীহ বুখারী হাদিসঃ ২০১৩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِهَا ،عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي ".

আবূ সালামা ইবনু 'আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি 'আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রমযানে আল্লাহর রসূল (সাঃ) –এর সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রমযান মাসে ও রমযানে ব্যতীত অন্য সময়ে (রাতে) তিনি এগার রাক'আত হতে বৃদ্ধি করতেন না। তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। এরপর তিন রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি ('আয়িশা রাঃ) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বিতর আদায়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন? তিনি বললেনঃ হে 'আয়িশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কাল্‌ব নিদ্রাভিভূত হয়না।[১৩]

❑ তারাবির সালাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান:

আবূ হুরায়রা বলেন, আমি নবী সাঃ কে রমজানে সালাত আদায় করার জন্য লোকদেরকে তাগিদ দিতে শুনেছি এবং বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় তা আদায় করে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে। তবে নবী (সাঃ) কখনো লোকদের জামাত করেনি

■ মুসনাদ আহমদ খন্ড:১৩ পৃঃ২৬৪ হাদীসঃ৭৮৮১

حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال : سمعت رسول الله ﷺ يُرَغِّبُ الناس في قيام رمضان، ويقول: «مَن قامَهُ إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ». ولم يَكُنْ رسول الله ﷺ جَمَعَ الناس على القيام (1) .

ইসমাইল ইবন ওমর (রহ.) বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবন আবি যুয়ব (রহ.) থেকে, তিনি ইবন শোহাব (রহ.) থেকে, তিনি আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান (রহ.) থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন:

তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন: "আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে রমজান মাসে নামাজে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে শুনেছি এবং বলছিলেন: 'যে ব্যক্তি ইমান ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসে (তারাবি) নামাজ পড়বে, তার আগের সব পাপ মাফ করা হবে।' কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো মানুষকে একসাথে (তারাবি) নামাজ পড়ানোর জন্য বাধ্য করেননি।"[১৪]

মুহাম্মদ (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) এর শাসনামলে তারাবির জামাত বদ্ধ তারাবির সালাত ছিল না:

জামাত বদ্ধ সালাতুল তারাবির প্রচলন হয় হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে। এই বিষয়ে ইসলামিক পন্ডিতরা একম যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর শাসনামল ও হযরত মুহামম্দ (সাঃ) এর সময়ে জামাতবদ্ধ এই তারাবির সালাতের অস্তিত্বই ছিল না।

■ আল-মাসাবীহ ফি সালাহ আল-তারাবিহ (ইমাম জালালুদ্দিন সয়ূতি), পৃষ্ঠা ২২-২৩

الثالث : أنه قد ثبت في صحيح البخاري (٣٢) عن عمر أنه قال في التراويح : (نِعْمَ (٣٣) البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل . . » ، فسماها بدعة (٣٤) - يعني بدعة حسنة (٣٥)

তৃতীয়ত: এটি সহিহ বুখারিতে প্রমাণিত হয়েছে (হাদিস নং ৩২) যে উমর (রা.) তারাবিহ সম্পর্কে বলেছেন: "এটি একটি চমৎকার বিদআত, এবং যে সময়ে তারা ঘুমায়, সেটি উত্তম।"

অতএব, তিনি একে বিদআত বলেছেন—অর্থাৎ একটি ভালো বিদআত (বিদআত হাসানাহ)।

وذلك صريح في أنها لم تكن في عهد رسول الله ﷺ

এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ছিল না।[১৫]

■ইরশাদ আস-সারী শারহ সাহিহ আল-বুখারি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪২৬।

سماها دعة لانه صلى الله عليه وسلم لم يسن أهم الاجتماع له اولا كانت في زمن الصديق ولا أول الليل ولا كل ليلة ولا هذا العدد

"তাকে (তারাবিহ) বিদআত বলা হয়েছে, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে এটিকে জামাতে আদায় করার নির্দেশ দেননি, এটি আবু বকর আস-সিদ্দিকের যুগেও ছিল না, না রাতের প্রথম অংশে, না প্রতি রাতে, এবং না এই নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাতে।"[১৬]

■ তাফসীর আল তাবারী (ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারির আল তাবারী), খন্ডঃ২২ পৃঃ৪৩৩

، زكريا بن أبي مريم ،قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : إنَّ اللهَ كتب عليكم صيام رمضان ، ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه ، وإنَّ قوما ابتدعوا بدعةً لم يَكْتُبها الله عليهم ، ابْتَغُوا بها رِضْوانَ اللهِ ، فلم يَرْعَوها حق رعايتها ، فعابهم الله

জাকারিয়া ইবনে আবু মরিয়ম রহঃ বলেন আমি আবু উমামা আল বাহলী রাঃ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন হে লোক সকল মহামহিম আল্লাহ রমযান মাসে তোমাদের জন্য সিয়াম (রোজা) ফরজ করেছেন তোমাদের জন্য কিয়ামুল লাইল (তারাবি) ফরজ করেনি এবং পূর্ববর্তী অর্থাৎ (নবী সাঃ এবং আবু বকর) সময় এই তারাবির অস্তিত্ব ছিলো না? তোমাদের কী হলো যে তোমরা দ্বীনের মধ্যে বিধাত সংযোজন করলে? তোমাদের পূর্বে এমন জাতি ছিলো যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের মধ্যে বিধাত সংযোজন করেছিলো যা আল্লাহ আদেশ করেনি তাই আল্লাহ তাদের অভিশপ্ত করেছেন [১৭]

■ উমদাতুল কারী সহিহ আল বুখারী খন্ডঃ১১ পৃঃ১২৬

বুক বাইঃ শেখ ইমাম বদর আল-দীন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমেদ আল-আইনি

وعن هذا قال الطحاوي التراويح في البيت افضل قوله و نعم البدعة ، ويروى «نعمت البدعة ، بزيادة الناء ويقال نعم كلمة تجمع المحاسن كانها وبس كلمة تجمع المساوى كاها و انما دعاها بدعة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستها لهم ولا كانت في زمن ابي بكر رضى الله تعالى عنه ورغب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها بقوله نعم ليدل على فضلها ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها و البدعة في الاصل

এই বিষয়ে ইমাম তহাবী (রহ.) বলেছেন, বাড়িতে তারাবিহ নামাজ আদায় করা উত্তম। তিনি এটিকে "নিয়ামতের বিদআত" বলেছেন। এটি বর্ণিত আছে, "নিয়ামতের বিদআত", নুন বর্ধিত করে। বলা হয়, "নিয়ামত" এমন একটি শব্দ যা সমস্ত ভালো গুণাবলী একত্রিত করে, যেন এটি একটি শব্দ যা সমস্ত মন্দ গুণাবলী একত্রিত করে। তিনি এটিকে বিদআত বলেছেন কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জন্য এটি চালু করেননি এবং এটি হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়েও ছিল না। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কিছু বাণী দ্বারা এর ফজিলত প্রমাণিত হয়, যাতে এই নামকে ব্যবহার করে এটিকে আদায় করতে বাধা না দেওয়া হয়। মূলত বিদআত হল নতুন কিছু উদ্ভাবন।[১৮]

■ নায়ল আল-আওতার (ইমাম আল শাওকানি), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০

وقالت العترة إن التجميع فيها بدعة

"আর নবী (সা.)-এর বংশধররা বলেছেন যে, তারাবির জামাতে একত্রিত হওয়া (সমষ্টিগতভাবে আদায় করা) একটি বিদআত। [১৯]

❑ জামাতে তারাবির সালাত আদায়:

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তার শাসন আমলে জামাত করে তারাবি পড়ার হুকুম দেন এবং উবাই ইবনে কাব(রাঃ) কে ইমাম নিযুক্ত করেন তারাবির।

■ সহীহ বুখারী হাদিস: ২০১০

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ

الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

'আবদুর রাহমান ইবনু 'আবদ আল-ক্বারী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি রমযানের এক রাতে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)- এর সাথে মসজিদে নাবাবীতে গিয়ে দেখি যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে জামা'আতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। 'উমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি 'উবাই ইব্নু 'কাব (রাঃ)- এর পিছনে সকলকে জমা করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর ['উমর (রাঃ)] সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। 'উমর (রাঃ) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।[২০]

একটা প্রশ্ন অবশ্যই আসতে পারে যে, উবাই ইবনু কাব (রাঃ) এই বিষয়টা জানতেন যে ইতিপূর্বে জামাতে তারাবির সালাত আদায় করা হয়নি কিন্তু তারপরও কেন তারাবির সালাত পড়ালেন? আসুন এই বিষয়টার উত্তর খুজার চেষ্টা করি।

■ আল আহাদিস আল মুখতারা, খন্ড:৩, পৃঃ ৩৬৭, হাদিসঃ১১৬১

বুক বাইঃ ইমাম জিয়া আল দ্বীন আব্দুল্লাহ আল মাকদিসি

عن أبي بن كعب: أن عمر أمر أبياً أن يصلي بالناس في رمضان، فقال : إن الناس يصومون النهار ولا يُحسنون أن ، [يقرؤا) فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال : يا أمير المؤمنين هذا شيء] لم يكن . فقال : قد علمت، ولكنه أحسن. فصلى بهم عشرين ركعة .

উবাই ইব্নু 'কাব রাঃ বলেন উমর আমাকে আদেশ করেন রমযান মাসে আমি যেন লোকেদের নামাজের ইমামতী' করি কারণ সকলেই দিনের বেলা রোজা রাখে তাই রাতে ঠিক মতো কোরআন পাঠ করতে পারে না । সুতরাং তুমি তাদের ইমাম হয়ে তাদের জন্য কোরআন পাঠ করবে ! তখন আমি বল্লাম হে আমিরুল মুমি'নিন আপনি এমন একটি নামাজের ইমামতী করার আদেশ করছেন যা ইতিপূর্বে হয়নি তখন উমর বলেন আমি জানি তবে এটি উত্তম হবে তুমি তাদের নিয়ে বিশ রাকাত নামাজ আদায় করো [২১]

তারাবির সালাত একা পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) একা একা ঘরে তারাবির সালাত পড়ার পরামর্শ দিতেন। আবু হানিফার দাদা সাউরি বর্ণনা করেন,

■ মুসানাফ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড-৪, পৃঃ৮৪, হাদীসঃ৭৮৮০

عبد الرزاق ، عَنِ الثوري ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ : أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَفَتُنْصِتُ كَأَنَّكَ حِمَارٌ؟ صَلِّ فِي بَيْتِكَ .

আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, তিনি থাওরী থেকে, তিনি মনসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে: একজন ব্যক্তি ইবন উমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল: "আমি কি রমজান মাসে ইমামের পেছনে (তারাবি) নামাজ পড়ব?" তিনি (ইবন উমর) তাকে বললেন: "তুমি কি কুরআন পড়ো?" সে উত্তর দিল: "হ্যাঁ।"
তখন তিনি বললেন: "তাহলে তুমি চুপ করে থাকো, যেন তুমি একটি গাধা!" "তাহলে তুমি তোমার ঘরে নামাজ পড়ো।"[২২]

■ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬৪, হাদিসঃ ৭৭৪২

الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، قال : أصلي خلف الإمام في رمضان ؟ قال : أنقرأ القرآن ؟ قال : نعم ، قال : أفتنصت كأنك :

আব্দুর রাজ্জাক, সুফিয়ান সাওরি, মনসুরের মাধ্যমে মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রাযি.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল: "আমি কি রমজানে ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করব?" তিনি (ইবনে উমর) জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কি কুরআন তেলাওয়াত করো?" উক্ত ব্যক্তি উত্তর দিল: "হ্যাঁ।"
(ইবনে উমর) বললেন: "তাহলে তুমি কেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, যেন একটি শিকারকৃত জন্তু?"[২৩]

■ শারাহ মানি আল আসার খন্ডঃ১ পৃঃ ৩৫১ হাদীসঃ২০৬০-২০৬১

حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : قال رجل لابن عمر رضى الله عنهما : أصلى خلف الإمام في رمضان ؟ فقال : انقرأ القرآن ؟ قال : نعم ، قال : صل في بيتك .

আবু বাকরা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুঅম্মাল আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি মনসুর থেকে, আর তিনি মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে— এক ব্যক্তি ইবন উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল: "আমি কি রমাদানে ইমামের পিছনে নামাজ পড়ব?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি কুরআন পড়তে পারো?" লোকটি বলল: "হ্যাঁ।" তখন ইবন উমর (রাঃ) বললেন: "তাহলে নিজের ঘরে নামাজ পড়ো।"[২৪]

■ মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ৩ পৃঃ৩৫৯ হাদীসঃ ৭৭৯৮

: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابن عُمَرَ أَقُومُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فقال تُنْصِتُ كَأَنَّكَ حِمَارٌ (٥)

ওকী' বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি মনসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে: একজন ব্যক্তি ইবন উমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল: "আমি কি রমজান মাসে ইমামের পেছনে (তারাবি) নামাজ পড়ব?" তিনি (ইবন উমর) তাকে বললেন: "তুমি কি চুপ করে থাকবে যেন তুমি একটি গাধা?" [২৫]

■মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, খণ্ডঃ ৫, পৃষ্ঠাঃ ১৬২ হাদিসঃ৭৯২৬,

: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد، قال: سأل رجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان ؟ فقال كأنك حمار (1) (تنصت).

ওকীহ, সুফিয়ান, মনসুর ও মুজাহিদের সূত্রে বর্ণিত, মুজাহিদ বলেন: এক ব্যক্তি ইবন উমর (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি রমজান মাসে ইমামের পেছনে দাঁড়াব?" তিনি উত্তরে বললেন: "তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে, যেন গাধার মতো না হও।"[২৬]

■ সুনান আল কুবরা আল বায়হাকী খন্ড-২ পৃঃ ৬৯৬ হাদীসঃ ৪৬০৮

،أنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري، أنبأ أبو عمرو بن مطر، أنبأ أبو خليفة، ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: قال له رجل: أصلى خلف الإمام في رمضان قال يعني ابن عمر : أليس تقرأ القرآن قال : نعم قال : أفتنصت كأنك حمار، صل في بيتك .

আবু নস্র উমর ইবন আবদুল আজিজ ইবন উমর ইবন কুতাদা আনসারি (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আবু আমর ইবন মতর (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আবু খলিফা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবন কাথীর (রহ.) বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান (রহ.) বর্ণনা করেছেন, মনসূর (রহ.) বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন:

একজন ব্যক্তি ইবন উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল: "আমি কি রমজান মাসে ইমামের পেছনে (তারাবি) নামাজ পড়ব?" তিনি (ইবন উমর) তাকে বললেন: "তুমি কি কুরআন পড়ো?" সে বলল: "হ্যাঁ।"

ইবন উমর (রাঃ) বললেন: "তাহলে তুমি কি চুপ করে থাকবে যেন তুমি একটি গাধা?" "তাহলে তুমি তোমার ঘরে নামাজ পড়ো।"[২৭]

আবু হানিফার বড় 'উস্তাদ ইব্রাহিম নাখাঈ বলেন, 'আমার যদি মাত্র একটি অথবা দুটি সুরা মুখস্থ থাকে তবে আমি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে না থেকে সেটি দুটি সুরা পাঠ করে আমি সালাত আদায় করা রমজানের রাতে বেশি প্রিয় হবে।'

■ মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ ৩ পৃঃ ৩৬০ হাদীসঃ ৭৭৯৯

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِي إِلَّا سُورَةٌ أَوْ سُورَتَانِ لأَنْ أَرَدِّدَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

আমাদেরকে ওকী‘ বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু হামজা থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “যদি আমার কাছে শুধুমাত্র একটি বা দুটি সুরা থাকত, তবুও আমি সেগুলোকে বারবার তিলাওয়াত করাকে (তারাবির সালাতে) পছন্দ করতাম, এর চেয়ে আমি রমজান মাসে ইমামের পেছনে দাঁড়ানোকে (তারাবিতে) পছন্দ করব না।”[২৮]

হাসান বসরি (রহঃ) কে যখন উমর ইবনে উসমান (রহঃ) প্রশ্ন করেন যে জামাতে তারাবির সালাত পড়বেন কিনা তখন তিনি বলেছেন যে, আপনি যদি কুরআন পড়ে পারেন তাহলে, ইমামের পিছনে তারাবি পড়ার চেয়ে নিজে পড়াটাই উত্তম হবে।

■ মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ ৩ পৃ:৩৬০ হাদীসঃ৭৮০২

حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَيٍّ، عَنْ نَصْرِ المُعَلِّم قال : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ قال : سَأَلْتُ الحَسَنَ فَقُلْت : يَا أَبَا سَعِيدٍ
يَجِيء رَمَضَانُ أَوْ يَحْضُرُ رَمَضَانُ فَيَقُومُ النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ فَمَا تَرَى أَقُومُ مَعَ النَّاسِ أَوْ أُصَلِّي أَنَا لِنَفْسِي؟
قَال : تَكُونُ أَنْتَ تَفُوهُ بِالْقُرْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُفَاهَ عَلَيْكَ بِهِ.

আমাদেরকে কাটান ইবন আবদুল্লাহ আবু মুয়াইয়ির বর্ণনা করেছেন, তিনি নাসর আল-মু'ল্লিম থেকে, তিনি বলেন: আমার কাছে উমর ইবন উসমান বর্ণনা করলেন, তিনি বলেন: "আমি হাসান (বসরি)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবা সাঈদ! রমজান মাস আসে অথবা উপস্থিত হয়, এবং মানুষ মসজিদে দাঁড়িয়ে তারাবি নামাজ পড়ে, তাহলে আমি কি মানুষের সঙ্গে দাঁড়াবো, না কি নিজে একা নামাজ পড়ব?'

তিনি উত্তর দিলেন: 'তুমি যদি কুরআন পড়তে থাক, তা আমার কাছে এটাই ভালো, মানুষের জন্য (তারাবি) নামাজ পড়ানোর চেয়ে।'"[২৯]

যেসকল বিখ্যাত ব্যক্তিগন জামাতে তারাবির সালাত পড়েন নিঃ

❑ উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) জামাতে তারাবির সালাত পড়েননিঃ

উমর (রঃ) তার খেলাফত কালে এই বিদাত চালু করেছে এবং হাদিসে উমর (রঃ) নিজেই বলেছেন আমি বিদাত চালু করে দিলাম। মজার বিষয় হলো তারাবি নামক বিধাত এর প্রতিষ্ঠাতা উমর (রঃ) নিজেও কখনো তারাবি পড়ে নাই

যেখানে আল্লাহ রাসুল (সাঃ) জামাত করতে নিষেধ করেছেন সেখানে উমর (রঃ) জামাত করার অনুমতি দেয় এবং নিজে জামাতে তারাবি পড়েনি এবং তার ছেলে আব্দুল্লাহ কখনো জামাতে তারাবি পড়েনি। এই প্রসঙ্গে **আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন উমর (রঃ) কখনো ইমামের পিছনে তারাবী পড়ে নাই।**

■ মুসানাফ আব্দুর রাজ্জাক খন্ডঃ৪ পৃঃ ৮৪ হাদীসঃ ৭৮৮১

. الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ

আবদুর রাজ্জাক (রহ.) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রহ.) থেকে, তিনি নাফি' (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রাঃ) রমাদানে ইমামের পিছনে (তারাবিহ) নামাজ পড়তেন না।[৩০]

■ উমদাতুল কারী সহিহ আল বুখারী খন্ডঃ১১ পৃঃ১২৬

বুক বাইঃ শেখ ইমাম বদর আল-দীন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমেদ আল-আইনি

كان في وقتين قوله و ثم خرجت معه » اى مع عمر ليلة أخرى وفيه اشعار بان عمر رضى الله تعالى عنه كان لا يواظب الصلاة معهم وكانه يرى ان الصلاة في بيته أفضل ولاسيما في آخر الليل

এক সময় তিনি বললেন এবং তারপর তার সাথে বের হলেন, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) এর সাথে আরেক রাতে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে নামাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন না এবং মনে হয় তিনি বাড়িতে নামাজ আদায় করাকে বেশি পছন্দ করতেন, বিশেষ করে রাতের শেষ অংশে। [৩১]

❑ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ):

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) জামাতে তারাবির সালাত পড়াকে অপছন্দ করতেন। উমর (রাঃ) এর গোলাম নাফে (রহঃ) বলেন ইবনে উমর, হযরত কাসিম এবং সালিম তারা রমজানে লোকেদের জামাতে অংশগ্রহণ করতেন না।

■ শারাহ মানি আল আসার খন্ডঃ১ পৃঃ ৩৫১ হাদীসঃ২০৬০-২০৬১

فمن ذلك ما حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، أنه كان لا يصلى خلف الإمام في رمضان .

ফাহদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবু নুয়াইম বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি' থেকে, আর তিনি ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে— **তিনি (ইবন উমর রাঃ) রমাদানে ইমামের পিছনে (তারাবিহ) নামাজ পড়তেন না।** [৩২]

■ মুসানাফ আবি শায়বা খন্ডঃ৩ পৃঃ৩৫৯ হাদীসঃ ৭৭৯৭-৭৭৯৮

حَدَّثَنا أبو بكر قَالَ : حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لا يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: وَكَانَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ لَا يَقُومُونَ مَعَ النَّاسِ (٤).

আমাদেরকে আবু বাকর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে ইবন নুমায়র বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে উবাইদুল্লাহ ইবন উমর বর্ণনা করেছেন, তিনি নাফি' থেকে, আর তিনি ইবন উমর থেকে বর্ণনা করেন যে— তিনি (ইবন উমর) রমজান মাসে মানুষের সঙ্গে (তারাবির জন্য) দাঁড়াতেন না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: সালিম ও কাসিমও মানুষের সঙ্গে (তারাবির জন্য) দাঁড়াতেন না। (৩৩)

❑ ইব্রাহিম নাখাই (রহঃ):

আবু হানিফার বড় 'উস্তাদ ইব্রাহিম নাখাঈ লোকেদের ফরজ নামাজের ইমামতী করাতেন। কিন্তু তিনি রমজানে কিয়ামুল লাইল তারাবি ইমামতী করাতেন না।

■ মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা, খন্ডঃ ৩ পৃঃ ৩৬০ হাদীসঃ ৭৮০০

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ قال : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَؤُمُّهُمْ فِي المَكْتُوبَةِ، وَلاَ يَؤُمُّهُمْ فِي صَلاةِ رَمَضَانَ وَعَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ.

আমাদেরকে ঈসা ইবন ইউনুস বর্ণনা করেছেন, তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ইবরাহীম (নাখাঈ) তাদেরকে ফরয নামাজে ইমামতি করতেন, কিন্তু রমজানের (তারাবির) নামাজে ইমামতি করতেন না। একইভাবে আলকামা ও আসওয়াদও (রমজানের তারাবিতে ইমামতি করতেন না)।[৩৪]

ইতিহাস থেকে এটা পাওয়া যায় যে, আবু হানিফার বড় 'উস্তাদ ইব্রাহিম নাখাঈ এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাত্র আলকামা তারা লোকেদের জামাতে অংশগ্রহণ করতেন না।

■ মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ ৩ পৃঃ ৩৬০ হাদীসঃ৭৮০১

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَعَلْقَمَةُ لا يقومان مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ.

আমাদেরকে আবু খালিদ আল-আহমর বর্ণনা করেছেন, তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: **ইব্রাহীম এবং আলকামা রমজান মাসে মানুষের সঙ্গে (তারাবির নামাজে) দাঁড়াতেন না।**[৩৫]

বিদআত ও বিদআতের পরিণতি:

বিদাআত হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নতুনত্ব যা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী নতুন উদ্ভাবন।

■ সুনান নাসায়ি হাদীসঃ ১৫৭৮

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ،قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ يَهْدِهِ) اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، إِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» ، ثُمَّ يَقُولُ : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ)) وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ ،وَجْنَتَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: উতবা ইবন আবদুল্লাহ বলেছেন: আমাদেরকে ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি জাফর ইবন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, আর তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুতবায় বলতেন: তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন যা তাঁর প্রাপ্য। তারপর বলতেন: "যাকে আল্লাহ হিদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।

নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্য ভাষণ হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন), এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ(ﷺ(এর পথনির্দেশ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত বিষয় (বেদআত), এবং প্রত্যেক বেদআত হলো গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে নিয়ে যায়।"

তারপর তিনি বলতেন: "আমাকে ও কিয়ামতের সময়কে এ দুই আঙ্গুলের মতো একসঙ্গে পাঠানো হয়েছে (অর্থাৎ খুব কাছাকাছি)।" আর যখন তিনি কিয়ামতের কথা উল্লেখ করতেন, তখন তাঁর গাল লাল হয়ে যেত এবং তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত।[৩৬]

■আস-সুন্নাহ, (ইমাম আল-মারওয়াযি), পৃষ্ঠা ৯৪, হাদিস ৮৩

حدثنا إسحاق (انبا) وكيع عن هشام بن الغاز أنه سمع نافعاً يقول : قال ابن عمر : كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا (٣)

ইসহাক (রহ.) আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ওকী' আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি হিশাম ইবনুল গাজ থেকে, তিনি বলেন: তিনি নাফি'কে বলতে শুনেছেন: "ইবন উমর (রাঃ) বলেছেন: 'প্রত্যেক বিদআত (নতুন উদ্ভাবন) ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তা ভালো এবং সঠিক মনে করে।'"[৩৭]

ইসলামে বিদাতকে প্রচন্ড ভাবে ঘৃনা করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে, ‘বিদাআতের অনুসারীরা জাহান্নামের কুকুর।’

■ **কানজুল উম্মাল খন্ড-১, পৃঃ২২৩, হাদীসঃ১১২৫**

أهل البدع . كلاب أهل النار . (قط في الافراد -

"বিদআতের অনুসারীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের কুকুর।" সূত্র: (আল-কাত্তানী, আল-ইফরাদ)[৩৮]

■ সহীহ বুখারী হাদিসঃ ৩১৭২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

ইব্‌রাহীম তাইমী (রহঃ)-এর পিতা থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, ‘আলী (রাঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব ও এই সহীফায় যা আছে, এছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, এ সহীফায় রয়েছে, যখমের দণ্ড বিধান, উটের বয়সের বিবরণ এবং আইর পর্বত থেকে সওর পর্যন্ত মাদীনাহ্‌ হারাম হবার বিধান। **যে ব্যক্তি এর মধ্যে বিদ্‌’আত উদ্ভাবণ করে কিংবা বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ্‌, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত**। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ‘ইবাদাত কবূল করেন না। আর যে নিজ মাওলা ব্যতীত অন্যকে মাওলা হিসেবে গ্রহণ করে, তার উপর একই রকম লা’নত। আর নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একইভাবে দায়িত্বশীল এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের চুক্তি ভঙ্গ করে তার উপরও তেমনি অভিসম্পাত।[৩৯]

■ আল-ইতিসাম (ইমাম আল শাতিবি), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬২

قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمدا ﷺ خان الرسالة؛ لأن الله يقول : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكم [المائدة: ٣]، فما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا يكون اليوم ديناً (٣). معاندة المبتدع للشارع

ইবন আল-মাজিশুন বলেন: আমি ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি ইসলামে এমন কোনো বিদআত (নতুন বিষয়) প্রবর্তন করে, যা সে ভালো মনে করে, সে আসলে এই দাবি করছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তার বার্তা (রিসালাত) সম্পূর্ণভাবে পৌঁছে দেননি। কারণ আল্লাহ বলেন: ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম’ [আল-মায়েদাহ: ৩]। সুতরাং, যা সে সময়ে দ্বীন ছিল না, তা আজও দ্বীন হতে পারে না।"[৪০]

বিদআতকারীরা হলো রাসূল (ﷺ)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী।

❑ সুন্নীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদাতের সংজ্ঞা:

■ সুনান আল কুবরা খন্ডঃ১ পৃঃ২২৬-২২৭ হাদিসঃ২৫৩

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان قال:

قال الشافعي : المحدثات من الأمور ضربان

أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه لَبِدْعَةُ الضلالة.

والثانية: ما أحدث من الخير، لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة، وقد قال عمر الله في قيام شهر رمضان: نعمت : البدعة هذه (١٩٨). يعني أنها محدثة لم تكن، وإن كانت فليس فيها رد لما مضى (١٩٩)».

আবু সাঈদ ইবন আবি আমর আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাবী ইবন সুলাইমান বলেছেন:

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: বিদাত বা নব্য আবিষ্কৃত বিষয়ের দুই প্রকার রয়েছে:

১. প্রথমটি হলো: এমন কোনো নতুন বিষয় যা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের বর্ণনা বা ইজমার (সম্মিলিত মতামত) বিরোধী—এটি ভ্রান্ত বিদআত (বিপথগামী নতুন বিষয়)।

২. দ্বিতীয়টি হলো: এমন কোনো নতুন বিষয় যা কল্যাণকর এবং কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের বর্ণনা বা ইজমার বিরোধিতা করে না—এটি প্রশংসনীয় নতুন বিষয়, যা নিন্দনীয় নয়।

আরও উল্লেখ রয়েছে যে, উমর (রা.) রমজানের তারাবিহ নামাজ সম্পর্কে বলেছেন: "এটি একটি চমৎকার বিদআত!" অর্থাৎ এটি নতুনভাবে চালু করা হয়েছে, তবে এটি পূর্ববর্তী কোনো বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে না।[৪১]

■ তাবিইন কাসিব আল মুফতারি (ইবনে আসাকির) পৃঃ ৯৭

قال الشافعي رضي الله عنه : المحدثات من الأمور ضربان احدهما ما احدث يخالف كتاباً أو سنة او اثراً او اجماعاً فهذه البدعة الضلالة والثاني ما احدث من الخير لاخلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمت البدعة هذه يعني انها محدثة لم تكن واذا كانت فليس فيها رد لما مضى ، واخبرنا

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেছেন: নতুন আবিষ্কৃত বিষয়ের দুই প্রকার রয়েছে:

১. প্রথমটি হলো: এমন কোনো নতুন বিষয় যা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের বর্ণনা বা ইজমার (সম্মিলিত মতামত) বিরোধী—এটি বিদআতে দালালাহ (বিপথগামী বিদআত)।

২. দ্বিতীয়টি হলো: এমন কোনো নতুন বিষয় যা কল্যাণকর এবং কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের বর্ণনা বা ইজমার বিরোধিতা করে না—এটি নিন্দনীয় নয় (প্রশংসনীয় নতুন বিষয়)।

উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) রমজানের তারাবিহ নামাজ সম্পর্কে বলেছেন: "এটি একটি চমৎকার বিদআত!" অর্থাৎ এটি নতুনভাবে চালু করা হয়েছে, তবে এটি পূর্ববর্তী কোনো বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে না।[৪২]

■ শারাহ সহীহ আল বুখারী খন্ডঃ৪ পৃঃ১৪৭

الاختيار ، وقول عمر : ((نعم) (٣) البدعة ، فالبدعة اختراع ما لم يكن قبل ، فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة ، وما
وافقها فهو بدعة هدى ، وقد سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال : بدعة ، و (نعم) (٣) البدعة

পছন্দ ও উমর (রা.)-এর বক্তব্য: উমর (রা.) বলেছেন: "عم البدعة" (চমৎকার বিদআত)।

বিদআত হলো এমন নতুন আবিষ্কার যা আগে ছিল না। যা সুন্নাহর বিরোধী, তা হলো ভ্রান্ত বিদআত (বিদআতে দালালাহ), আর যা সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা হলো সঠিক ও প্রশংসনীয় বিদআত (বিদআতে হুদা)।

একবার ইবনে উমর (রা.)-কে দোহা (চাশতের) নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "এটি বিদআত," এবং (এটি সম্পর্কে) "নعم البدعة" (চমৎকার বিদআত) বললেন।[৪৩]

■ হুদা আল সারি ফাতুল বারি (ইবনে হাজার আসকালানি) পৃঃ৮৫

وفى أخرى المبدئ ومنه (يبدى الخلق ثم يعيده) وبدأ الخلق وفي اللغة بدأ وأبدأ بمعنى ، وقول عمر نعمت البدعة هو ، فعل ما لم يسبق إليه فما وافق السنة لحسن وما خالف فضلالة ، وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة .

আরেক অর্থে, "আরম্ভকারী" এবং এর অর্থ হলো: "তিনি সৃষ্টি শুরু করেন, তারপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন"। তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। ভাষাগতভাবে "بدأ" এবং "أبدأ" একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উমর (রা.)-এর উক্তি "নিঃসন্দেহে এটি একটি চমৎকার নবউদ্ভাবন" দ্বারা বোঝানো হয়েছে এমন কোনো কাজ, যা আগে করা হয়নি। তবে যদি তা সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা ভালো, আর যদি বিরোধী হয়, তবে তা পথভ্রষ্টতা। যেসব বিষয়ে নিন্দা করা হয়েছে, তা এই অর্থেই করা হয়েছে। আর যা সুন্নাহর সাথে মিলেও না, বিরোধীও না, তা মৌলিকভাবে অনুমোদিত (মুবাহ) বলে গণ্য হবে।[৪৪]

■ ফাতুল বারি খন্ডঃ৪ পৃঃ২৫৩

نحوه من قوله . قوله (قال عمر نعم البدعة في بعض الروايات ، نعمت البدعة ، بزياة تاء ، والبدعة أصلها ما أحدث
على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فلون مدمومه

"তিনি বলেছেন: (উমর বলেছেন: 'নিঃসন্দেহে এটি একটি উত্তম বিদআত।' কিছু বর্ণনায় এসেছে: 'এটি একটি চমৎকার বিদআত'—অতিরিক্ত 'ত' সহ। 'বিদআত' মূলত এমন কিছু যা পূর্বে কোনো দৃষ্টান্ত ছাড়া উদ্ভাবিত হয়েছে। শরিয়তে এটি 'সুন্নাহ'-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, তাই এটি নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়।"[৪৫]

❑ রাসূল (সাঃ) এর অনুকরণে সালাত আদায়:

আমাদের শরিয়তের প্রত্যেকটা বিষয় রাসূল (সাঃ) এর অনুকরনে করা উচিৎ। রাসূল (সাঃ) যেই সালাত ব্যক্তিগত ভাবে পড়েছেন তা আমাদেরও ব্যক্তিগত ভাবে পড়া উচিৎ। যেমন: ফজরের সুন্নত সালাত, সালাতুল তাহাজ্জুদ। এই সকল সালাত আমাদের একাই পড়া উচিৎ। কিন্তু আমরা তারাবির সালাতুল তারাবির ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ না করে জামাতে তারাবির সালাত আদায় করি। যেটা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নতের খেলাফ। পবিত্র কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে:

▪ [৭২:২৩] সূরা আল-জিন

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে।"

■ সহীহ বুখারী হাদীসঃ৭৩১

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، قَالَ أَنَسٌ ـ رضى الله عنه ـ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ".

আনাস ইব্‌নু মালিক আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একবার আল্লাহর রসূল (সাঃ) ঘোড়ায় চড়েন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরে আঁচড় লাগে। আনাস (রাঃ) বলেন এ সময় কোন এক সালাত আমাদের নিয়ে তিনি বসে আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করি। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেনঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্যই। তাই তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমারাও রুকূ' করবে। তিনি যখন সিজদা করেন তখন তোমরাও সিজদা করবে। তিনি যখন " سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه " বলেন, তখন তোমরা " رَبَّناَ وَلَكَ الحَمدُ " বলবে। [৪৬]

তথ্যসূত্রঃ

১। সহীহ বুখারী, হাদিসঃ২০১২

২। সহীহ ইবনে হিব্বান, খন্ড-৬, পৃঃ ২৩৫ হাদিসঃ২৪৯১

PDF লিংকঃ Click to Download

৩। মুসনাদ আবি আওয়ানা খন্ডঃ২ পৃঃ৩২ হাদীসঃ২২১৯

PDF লিংকঃ Click to Download

৪। সহীহ বুখারী হাদিসঃ ৭৩১

৫। সহিহ বুখারী হাদিসঃ৭২৯০

৬। বুখারী হাদিস:৬১১৩

৭। সহীহ মুসলিম হাদীসঃ ১৭১০

৮। সুনান আবু দাউদ হাদিসঃ ১৪৪৭

PDF লিংকঃ https://waqfeya.net/book.php?bid=6140

৯। ফাতুল বারি শারাহ সহীহ বুখারী খন্ডঃ৩ পৃঃ১৩

PDF লিংকঃ Click to Download

Download Server 02: Click to Download

১০। সুরাঃ আল আহযাব আয়াতঃ ৫৭

১১। সহীহ বুখারী হাদিসঃ ৩৪৯

১২। সুরাঃ আল ফাতির আয়াতঃ ৪৩

১৩। সহীহ বুখারী হাদিসঃ ২০১৩

১৪। মুসনাদ আহমদ খন্ড:১৩ পৃঃ২৬৪ হাদীসঃ৭৮৮১

PDF লিংকঃ https://waqfeya.net/book.php?bid=2673

১৫। আল-মাসাবীহ ফি সালাহ আল-তারাবিহ, পৃষ্ঠা ২২-২৩

PDF লিংকঃ Click to Download

https://images.app.goo.gl/a7ZodnKKggfKC1oH8

১৬। ইরশাদ আস-সারী শারহ সাহিহ আল-বুখারি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪২৬।

১৭। তাফসীর আল তাবারী খন্ডঃ২২ পৃঃ৪৩৩

PDF লিংকঃ Click to Download

১৮। উমদাতুল কারী সহিহ আল বুখারী খন্ডঃ১১ পৃঃ১২৬

PDF লিংকঃ https://archive.org/details/hanafi_20

১৯। নায়ল আল-আওতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০

PDF লিংকঃ Click to Download

২০। সহীহ বুখারী হাদিস:২০১০

২১। আল আহাদিস আল মুখতারা খন্ড:৩ পৃঃ ৩৬৭ হাদিসঃ১১৬১

PDF লিংকঃ Click to Download

২২। মুসানাফ আব্দুর রাজ্জাক খন্ড-৪ পৃঃ৮৪ হাদীসঃ৭৮৮০

PDF লিংকঃ https://waqfeya.net/book.php?bid=12603

২৩। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬৪, হাদিসঃ ৭৭৪২

PDF লিংকঃ Click to Download

২৪। শারাহ মানি আল আসার খন্ডঃ১ পৃঃ ৩৫১ হাদীসঃ২০৬০-২০৬১

PDF লিংকঃ Click to Download

২৫। মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ৩ পৃঃ৩৫৯ হাদীসঃ ৭৭৯৮

২৬। মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, খণ্ডঃ ৫, পৃষ্ঠাঃ ১৬২ হাদিসঃ৭৯২৬

PDF লিংকঃ Click to Download

২৭। সুনান আল কুবরা আল বায়হাকী, খন্ড-২ পৃঃ ৬৯৬ হাদীসঃ ৪৬০৮

PDF লিংকঃ Click to Download

২৮। মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ ৩ পৃঃ ৩৬০ হাদীসঃ ৭৭৯৯

২৯। মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ ৩ পৃ:৩৬০ হাদীসঃ৭৮০২

PDF লিংকঃ Click to Download

৩০। মুসানাফ আব্দুর রাজ্জাক খন্ডঃ৪ পৃঃ ৮৪ হাদীসঃ ৭৮৮১

৩১। উমদাতুল কারী সহিহ আল বুখারী খন্ডঃ১১ পৃঃ১২৬

PDF লিংকঃ https://archive.org/details/hanafi_20

৩২। শারাহ মানি আল আসার খন্ডঃ১ পৃঃ ৩৫১ হাদীসঃ২০৬০-২০৬১

৩৩। মুসানাফ আবি শায়বা খন্ডঃ৩ পৃঃ৩৫৯ হাদীসঃ ৭৭৯৭-৭৭৯৮

৩৪। মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ ৩ পৃঃ ৩৬০ হাদীসঃ ৭৮০০

৩৫। মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা খন্ডঃ ৩ পৃঃ ৩৬০ হাদীসঃ৭৮০১

৩৬। সুনান নাসায়ি হাদীসঃ ১৫৭৮

https://sunnah.com/nasai:1578

৩৭। আস-সুন্নাহ, ইমাম আল-মারওয়াযি, পৃষ্ঠা ৯৪, হাদিস ৮৩

PDF লিংকঃ Click to Download

৩৮। কানজুল উম্মাল খন্ড-১ পৃঃ২২৩ হাদীসঃ১১২৫

PDF লিংকঃ https://archive.org/details/kanzul-ummal

৩৯। সহীহ বুখারী হাদিসঃ৩১৭২

৪০। আল-ইতিসাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬২

PDF লিংকঃ https://archive.org/details/etsam/etsam0/

৪১। সুনান আল কুবরা খন্ডঃ১ পৃঃ২২৬-২২৭ হাদিসঃ২৫৩

PDF লিংকঃ Click to Download

https://images.app.goo.gl/eoqu5nC4ooTaS75C9

৪২। তাবিইন কাসিব আল মুফতারি, পৃঃ ৯৭

PDF লিংকঃ https://archive.org/details/Tabyin_Kathib_Almufteri

৪৩। শারাহ সহীহ আল বুখারী খন্ডঃ৪ পৃঃ১৪৭

PDF লিংকঃ Click to Download

৪৪। হুদা আল সারি ফাতুল বারি পৃঃ৮৫

PDF লিংকঃ https://archive.org/details/alfirdwsiy2018_gmail_3009_201808

৪৫। ফাতুল বারি খন্ডঃ৪ পৃঃ২৫৩

PDF লিংকঃ Click to Download

৪৬। সহীহ বুখারী হাদীসঃ৭৩১